International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 216-218
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 27-03-2026
Accepted: 06-04-2026
Publish : 07-04-2026

Nandalal Hembram
Dept. of Bengali,
Assistant Teacher,
Vior Jalalia High School,
Dakshin Dinajpur, West Bengal,
India.

Correspondence:
Nandalal Hembram
Dept. of Bengali,
Assistant Teacher,
Vior Jalalia High School,
Dakshin Dinajpur, West Bengal,
India.

বাংলা সাহিত্যে বৈধব্যের প্রেম প্রত্যাখ্যান

Nandalal Hembram

Abstract-

"সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বাধা
সমাজের তরী
জীবন পারাবার কী করে ?
তরিবে এ নারী।"

আজ আমরা একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আবদ্ধ; এই আগল বা বন্ধন ছিন্ন করতে পারিনি বা ছিন্ন করতে চাইনি; আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ চিরকাল নারীকে অবহেলিত করে রেখেছে, তাদের সামাজিক মান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। আর যদি সেই নারী বৈধব্য হয় তাহলে তার পরিনতি আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি। সমাজে যেখানে সধবা নারীদের এই করুণ অবস্থা, সেখানে বৈধব্য নারীদের সামাজিক মান-মর্যাদা কল্পনা করা দূরহ। তাদের সমাজের সংস্কারের যাতাকলে নিষ্পেষিত হতে হতে নিঃশেষ হতে হয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে হতে হয় অবহেলিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত। সমাজ সংস্কারের গন্ডীতে বাধা পড়ে তাদের জীবন। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ সৌন্দর্য কোনো কিছুই উপভোগ করতে পারে না। তারা হয়ে পড়ে পুরুষের দৈহিক চাহিদা চরিতার্থ করার আধার মাত্র। অনেক সময় এই নারী যৌবন জ্বালা নির্বাপণ করার জন্য তাদের চারিত্রিক স্খলন লক্ষ্য করা যায় আর পুরুষেরা তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবন যৌবন কেড়ে নেয়, পক্ষান্তরে এই নারীরা পুরুষের এই ভালোবাসায় ভর করে নতুনত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। হয়তো অনেক সময় এই নারীরা আংশিক ভাবে সফলতা পেলেও জীবনের পূর্ণতা পায় না। পুরুষ তান্ত্রিক এই সমাজ এই নারীদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে অকূল সাগরে ভাসিয়ে দেয়। তাদেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হয়েছে পল্লী কবি জসীমউদ্দিন-এর জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী বাংলার ভাটিয়ালি গানে-

"আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে
অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাইরে।"

Keyword-

বৈধব্য, আত্মবোধোদয়, আত্মাহুতি, তৃষিত, নিষ্কৃতি, যূপকাষ্ঠ।

Introduction-

উনিশ শতকের সমাজের এক দূরারোগ্য ব্যাধি হল কৌলিন্যপ্রথা। যার স্বীকার হয়েছেন স্বল্পবয়সী মেয়েরা। ব্যক্তি মানুষ নিজের জাতি কুল মান ও অভিজাত্য বজায় রাখার জন্য বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সাথে নিজের নাবালিক কন্যাকে সম্প্রদান করেছেন। যার ফলস্বরূপ এই নারীদের জীবনে নেমে এসেছে নিয়ে নিয়তির মতো দুর্বার, বজ্রের মতো কঠিন ও হত্যার মতো করাল বৈধব্য নামক এক দুর্বিষহ নরক যন্ত্রণা। যা তাদের সারাটা জীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হয়। যদিও ১৮৫৬ সালে ২৬ শে জুলাই লর্ড ক্যানিং হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস করেন এবং এই মহৎ কাজের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তবুও এই নারীরা এই জীবন যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেননি। যে মুহূর্তে তাদের পরিপূর্ণ যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে কামনার সুখ সাগরে ভেসে থাকার কথা, সেই মুহূর্তে তাদের দৈহিক কামনার কামানলে দগ্ধ হয়ে জর্জরিত হয়েছেন। তবুও এই নারীরা কামনাকে দমিত করে রাখতে চেয়েছেন। তৎ সত্ত্বেও এর থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় পাননি-

"বালির বানে কি থাকে, সাগরের জল
বসনে কি ঢাকা যায়, জ্বলন্ত অনল।"

-(বিধবা বিলাস- যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় page-57)

Subject-

"কান্ত বিনে রতি কান্ত দিতেছে যন্ত্রণা
কি রূপে বাঁচিবে বল বিধবা ললনা।"

-(বিধবা বিলাস- যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় page-15)

বিধবা নারীরা এই শারীরিক চাহিদার তাড়নায় তাড়িত হয়ে অনেক সময় নানান অপকর্মে লিপ্ত হয়। তারাও পুরুষ সঙ্গ লাভ করতে চায় কিন্তু সমাজের বিধি নিষেধ চোখ রাঙানি কোনো কিছুই এই কামনাকে দমিত করতে পারে না। তাই আমরা সমাজে দেখতে পাই তারা অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে। যেমন ভ্রমর সুবাসিত ফুলের আকর্ষণের দিক-বেদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে তেমনি নগেন্দ্রনাথ বৈধব্য কুন্দন নন্দিনীর রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে, সূর্যমুখীকে ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে সদ্য বিধবা কুন্দন নন্দিনীও এই কামনার বশবর্তী হয়ে কোন কিছু না ভেবে নগেন্দ্রনাথ এর প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেন। আবার যখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দন নন্দিনীকে গ্রহণ করেছেন তখন সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছেন। পরক্ষণে নগেন্দ্রনাথের আত্মবোধোদয় ঘটে এবং কুন্দন নন্দিনীকে ফেলে সূর্যমুখীর সন্ধানে বেরিয়েছেন, যখন সূর্যমুখীর সন্ধান পেয়েছেন তখন তিনি কুন্দন নন্দিনীকে ত্যাগ করেছেন ফলে কুন্দন নন্দিনী নিজের পূর্ণতা হারিয়ে ফেলেন ফলে বিষপান করে নিজের জীবনের আত্মাহুতি দিয়েছেন। যদিও এর পেছনে রয়েছে উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থা যা বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি। যার ফলে সমাজের চাপে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুন্দন নন্দিনীকে বিষ পান করিয়েছেন।

"ভাঙা তরী ছেড়া পাল
এমনি করিয়া কি কাটবে, বৈধব্যের চিরকাল।"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অপর এক উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল-এ দেখি গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপ তৃষ্ণায় তৃষিত হয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চেয়েছেন। তাই রূপ তৃষ্ণা চরিতার্থ করতে ভ্রমরকে ত্যাগ করে রোহিণীর সাথে সর্বস্ব ত্যাগ করে এক অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন।

বিধবা রোহিণী ও অতৃপ্ত যৌবনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গোবিন্দলালের সঙ্গী হয়েছেন। একদা আমরা দেখতে পাই গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে বসবাস করতেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে গোবিন্দলাল প্রসাদপুরের বাসায় রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করেছেন। রোহিণীর এই মৃত্যু স্বভাবিক নয় এর পেছনেও রয়েছে সমাজের সংস্কার ও দায়বদ্ধতা এবং এর মূলে রয়েছে বৈধব্যের প্রেম, যা উনবিংশ শতকে সমাজে ছিল অস্বীকৃত। তাই সাহিত্যিক রোহিণীকে গোবিন্দলালের হাত দিয়ে জোর করে গুলি করে হত্যা করিয়েছেন। তাই দুজনের সম্পর্কের টানে ঘর বাঁধতে গিয়েও তাদের সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

"নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা
তবু সংখ্যার চক্র রাশিতে ভারী করে তোলা বোঝা।"

-(এবং ইন্দ্রজিৎ- বাদল সরকার page-33)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চোখের বালি" আমরা দেখতে পাই রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের সাথে বৈধব্য বিনোদিনীর বিবাহ ঠিক করেছিল, তখন বিনোদিনী মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যখন আবার বিহারীর জন্য পাত্রী আশালতাকে দেখতে যায় তখন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কারণে বিহারী আত্মত্যাগ করে। এই সময় বিহারী ও বিনোদিনীকে ভালোবাসে এবং বিনোদিনীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যখন বিহারী বিনোদিনীকে বিয়ে করতে চাইল বিনোদিনী বিহারীকে প্রত্যাখ্যান করে। দুজনের মনে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রেম পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কারণ ধর্মীয় গোড়ামী, সমাজের বিধি নিষেধ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মূলে ছিল বিনোদিনীর বৈধব্য যা তৎকালীন সমাজে ছিল অস্বীকৃত।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত উপন্যাস "পল্লীসমাজ" এখানেও আমরা দেখতে পাই এক বৈধব্য নারীর প্রেমের অপূর্ণতার ছবি। উপন্যাসের নায়ক রমেশ ও নায়িকা রমার শৈশবে তাদের বিয়ে ঠিক হলেও কিন্তু নানা কারণে তা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তবে উভয়ের প্রতি দুজনেই প্রেমাসক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে রমার অন্যত্র বিয়ে হয় এবং বিয়ের কিছুদিন পরে বিধবা হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন পর যখন আবার সাক্ষাৎ হয় তাদের মনের সুপ্ত ভালোবাসা আবার জাগ্রত হয়। ছাই চাপা আগুন বাতাস পেলে যেমন দ্বিগুন বেগে জ্বলিতে থাকে তেমনি তাদের দীর্ঘদিনের পর নব দর্শনে পরস্পরের না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা পুরনো স্মৃতির উদয় ঘটে। সমাজে তাদের নামে নানা কুৎসা ছড়িয়ে পড়ে। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে-

"যা রটে তার কিছুটা না হলেও তো বটে।"

তাই সমাজের মানুষ যাই বলুক তা পুরোপুরি সত্য না হলেও তারা যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত তা তাদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট। তারা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় কিন্তু সমাজ তাদের মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনবিংশ শতকে সমাজে বিধবা নারীরা ছিল অপাঙ্‌ক্তেয় তাই তাদের প্রেম কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

Objectives-

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজে নারীদের নানান সুখ সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাদের ন্যায্য অধিকারটুকুও দেয়নি। এই নারীদের সমাজে সম্মানজনক স্থান ছিল না। তাদের অনেক সময় অশুভ মনে করা হতো এবং শুভ কাজে (বিয়ে, পূজা) থেকে দূরে রাখা হতো, ফলে সমাজে তারা এক প্রকার বঞ্চিত হয়ে থেকেছে।

স্বামী হারানোর পর এই সমস্ত নারীরা একাকীত্ব হয়ে পড়তেন, তারা নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারতেন না। তাদের জীবন হতাশায় পর্যবসিত হয়ে পড়তো। কোন ক্ষেত্রে এই নারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান না। তাদের উপর নানান বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। জীবনযাপনের জন্য পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়।

সমাজে বিধবা বিবাহকে খারাপ চোখে দেখা হতো। কোন নারী পুনর্বিবাহ করতে চাইলে জুটতো সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাছাড়া অনেক পরিবার কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেন।

কোন নারী অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হলে সেই নারীকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হতো না। তারা পরিবারের অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হতেন। অনেক সময় এই নারীদের দারিদ্রের মধ্যেই জীবন কাটাতে হতো। সমাজে আবার অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে স্বামীর মৃত্যুর জন্য নাকি স্ত্রীরাই দায়ী। এই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে যাতে সামাজিক মান মর্যাদা ফিরে পান তার ঐ ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছি এই লেখনির মাধ্যমে।

Conclusion-

"কি হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসেবে পুরনো সংখ্যা গুনে
কি হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্ত্র আঁচল বুনে?
রাত্রি দিনের ছন্দে কখনো যাবে না তো কেটে তাল
বৃথা কেন তবে মনের দেউলে ভরে তোলো জঞ্জাল?"

-(এবং ইন্দ্রজিৎ- বাদল সরকার page-32)

তাই চলো আমরা সবাই সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে নারীদের সামাজিক মান প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে দিই, যাতে তাদের মনের মনিকোঠায় লালিত স্বপ্ন গুলি ডানায় ভর করে উন্মুক্ত আকাশের পাড়ি জমাতে পারে, যাতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুলি বাস্তবের মাটিতে পদার্পণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় নারীর উন্নয়ন ছাড়া কোন জাতিই অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে এই বৈধব্য নারীদের অধিকার রক্ষা করি এবং একটি সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।

Bibliography-

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী যদুনাথ, "বিধবা বিলাস", শ্রীরামপুরের ফ্রেন্ড যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, ইং সন- ১৮৬৪, বঙ্গাব্দ-১২৭১।

২। সরকার, বাদল, "এবং ইন্দ্রজিৎ", প্রথম প্রকাশ- মাঘ-১৩৭৫, দশম মুদ্রণ, বৈশাখ- ১৪১৯, এপ্রিল- ২০১২, প্রকাশক- অঞ্জলি বসু, যোধপার্ক কলকাতা- ৭০০০৬৮।

৩। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, "বিষবৃক্ষ", বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত- ১২৮০ বঙ্গাব্দ।

৪। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, "কৃষ্ণকান্তের উইল" দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল- ১৯৫১, প্রকাশক- হরিপদ বিশ্বাস, আদিত্য প্রকাশালয় ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলিকাতা- ৭০০০৭৩।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র "চোখের বালি" প্রথম সাহিত্য সংস্করণ মহালয়া- ২০০৩। প্রকাশক সাহা নির্মল কুমার, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

৬। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, "পল্লীসমাজ" মাঘ- ১৩২১ বঙ্গাব্দ, ৩১ মুদ্রণ প্রকাশক- গুরু দাস চ্যাটার্জী।